The Jahangirnagar Review, Part-C, Vol. XXX, pp 71-87, ISSN 2306-3920

শিখা গোষ্ঠী : বাঙালি মুসলমানের কৃষ্টি ও কৃতি

খন্দকার শামীম আহমেদ*

[**সার-সংক্ষেপ :** ১৯ জানুয়ারি ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকাকেন্দ্রিক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় অধ্যাপক ও ছাত্রের মিলিত প্রয়াসে 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' নামে একটি সংগঠনের জন্ম হয়। সংগঠনটির সঙ্গে 'সাহিত্য' শব্দটি যুক্ত থাকলেও এটি গতানুগতিক ও মামুলি কোনও সাহিত্য সংগঠন ছিল না। সাহিত্য শব্দটিকে এঁরা বৃহৎ অর্থে গ্রহণ করেছিলেন। আদতে তাঁদের কাছে সাহিত্যচর্চা ছিল জীবনচর্চার নামান্তর। এই সংগঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল মুক্তবুদ্ধির চর্চা করা। নিজেদের কর্মকাণ্ডকে তাঁরা অভিহিত করেছিলেন 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন' নামে। 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' এর বার্ষিক মুখপত্র হিসেবে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় *শিখা*। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' ও *শিখা*কে কেন্দ্র করে যে লেখকগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল তাঁদেরকেই আমরা '*শিখা* গোষ্ঠী' নামে আখ্যায়িত করেছি। *শিখা* প্রকাশিত হয়েছিল পাঁচ বছর (১৯২৭-১৯৩১)। বাঙালি মুসলমানের বিভিন্ন সমস্যা (শিক্ষা-সাহিত্য-স্বাস্থ্য-অর্থচিন্তা প্রভৃতি) নিয়ে জ্ঞানদীপ্ত আলোচনা করেছেন এই সমাজের লেখকগণ। *শিখা* প্রকাশের প্রায় শতবর্ষ হতে চলল। আজও বুদ্ধির মুক্তির প্রয়োজনীয়তা ফিকে হয়ে যায়নি। '*শিখা* গোষ্ঠী'র চিন্তা, কর্মপরিকল্পনা প্রভৃতির অনুসন্ধান করা এবং বাঙালির ইতিহাস, সংস্কৃতিতে এঁদের ভূমিকা চিহ্নিতকরণের চেষ্টা আছে বর্তমান প্রবন্ধে।]

বিভিন্ন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়। শখের বশে-নেশার কারণে; কখনো বা পত্রিকা বের করার জন্যই পত্রিকা- আবার মানব কল্যাণের জন্য বিশেষ আদর্শ/ মতামত প্রচারের উদ্দেশ্যে পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করে থাকেন। *শিখা*র প্রকাশ মতবাদ প্রকাশের জন্যই। রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম প্রভৃতি ক্ষেত্রে আধুনিক মানসিকতার একটি বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় *শিখা*য়। বিশ শতকে, কলকাতায়, প্রগতিশীল লেখকদের হাতিয়ার হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল *কল্লোল* পত্রিকা, ১৯২৩ সালে। এ পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন যুগ সৃষ্টির আয়োজন চলেছিল।

---

* **ড. খন্দকার শামীম আহমেদ :** অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকায়, শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানদের একটি দল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' প্রতিষ্ঠিত করেন। এটি বাঙালি মুসলমান সমাজের অগ্রগতির ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

এর আগে, উনিশ শতকে বাংলায় যে নবজাগরণের কথা বলা হয়, তার সাথে বাঙালি মুসলমানের কোন সংযোগ ছিল না। রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১), অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) প্রমুখ মনীষীর সাধনায় সংঘটিত হয়েছিল সেই জাগরণ।এই জাগরণ ছিল হিন্দু-জাগরণ। নবজাগরণের নায়কদেরসঙ্গে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। বুদ্ধিসমাজকে অনেক সময় লোক-শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। কিন্তু এই ভূমিকা পালন করতে বাঙালি হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা ব্যর্থ হয়েছেন। রামমোহন রায়ের যুক্তিবাদ, স্বাধীনতা-প্রীতি ও জ্ঞানতৃষ্ণা; ডিরোজিওর মুক্তচিন্তা ও অনুসন্ধিৎসা; অক্ষয়কুমার দত্তের বৈজ্ঞানিক চেতনা এবং বিদ্যাসাগরের সুগভীর মানবহিতৈষণা উনিশ শতকের প্রথমার্ধে নবজাগরণের পথ প্রস্তুত করেছিল। এ সময় পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে যোগাযোগ নিবিড় না হওয়ার কারণে বাঙালি মুসলমান বিভিন্ন ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছিল। উনিশ শতকের সত্তরের দশকে নওয়াব আবদুল লতীফ, সৈয়দ আমীর হোসেন ও সৈয়দ আমীর আলীর প্রচেষ্টায় মুসলমানেরা আধুনিক শিক্ষায় আগ্রহী হয়। নওয়াব আবদুল লতীফের *মহামেডান লিটারারী সোসাইটি* এবং সৈয়দ আমীর আলীর *সেন্ট্রাল মহামেডান এসোসিয়েশন* মুসলমান সমাজকে জাগাতে সাহায্য করেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে *বঙ্গীয় সাহিত্য-বিষয়িনী মুসলমান সমিতি*, *যশোহর-খুলনা সিদ্দিকিয়া সাহিত্য-সমিতি*, *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতি*, *আল-হেলাল সমিতি*, *বঙ্গ-সাহিত্য সংসদ* প্রভৃতি সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়। বাংলার মুসলমানদের মধ্যে মানবতার আদর্শ প্রচার করতে 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' গড়ে ওঠে। ঢাকায়, ১৯২৬ সালের ১৯ জানুয়ারি 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' গঠিত হয়। প্রতিষ্ঠা-সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হল ইউনিয়ন কক্ষে। সভাপতিত্ব করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। সভায় পাচ জনের ওপর 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' এর পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

ক. আবুল হুসেন (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিভাগের অধ্যাপক)
খ. এ এফ এম আবদুল হক (মুসলিম হলের ছাত্র)
গ. আবদুল কাদির (ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের–বর্তমানে ঢাকা কলেজ– ছাত্র)
ঘ. আনোয়ার হোসেন (ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের–বর্তমানে ঢাকা কলেজ– ছাত্র)
ঙ. আবুয্‌যোহা নূর আহমদ (ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের ছাত্র) ।

'মুসলিম সাহিত্য-সমাজে'র কোন সভাপতি ছিল না। সম্পাদক ছিলেন আবুল হুসেন। কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী আনোয়ারুল কাদীর, কাজী মোতাহার হোসেন নেপথ্যে

থেকে সমাজের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতেন। আবুল ফজল, মোতাহের হোসেন চৌধুরীও যুক্ত ছিলেন। এছাড়া এই 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজে'র বিভিন্ন অধিবেশনে যারা যোগ দিয়েছিলেন, তারা হলেন : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আহমদ ফজলুর রহমান, খান বাহাদুর তসদ্দুক আহমদ, মমতাজ উদ্দীন আহমদ, মোহাম্মদ আবদুর রশীদ, আবদুস সালাম খা, আতাউর রহমান খান, মাহমুদ হাসান, খান বাহাদুর আবদুর রহমান খান, আবুল মোজাফফর আহমদ, মোহিতলাল মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, হেমন্তকুমার সরকার, নাজির উদ্দীন আহমদ, আবদুর রব চৌধুরী, হাকিম হাবিবুর রহমান, রমেশচন্দ্র মজুমদার, মোহাম্মদ কাশেম, দিদারুল আলম, সুশীলকুমার দে, মোহাম্মদ ইব্রাহিম, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন, আকবর উদ্দীন, কামাল উদ্দীন খা, শামসুল হুদা প্রমুখ।

কেন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ'? –এর উত্তর পাওয়া য়ায় সম্পাদক আবুল হুসেনের 'বার্ষিক বিবরণী'তে। তিনি বলেন :

> যে জাতির সাহিত্য নাই তাহার প্রাণ নাই– আবার যে জাতির প্রাণের অভাব সে জাতির ভিতর সত্যকার সাহিত্য জন্মলাভ করতে পারে না। এ কথাটি ভাল করে বুঝবার মতো শক্তি বোধহয় বাঙালি মুসলমানের এখনও হয় নাই। ... এই সমাজের প্রধান উদ্দেশ্য চিন্তাচর্চা ও জ্ঞানের জন্য আকাঙ্ক্ষা রুচি সৃষ্টি এবং তদুদ্দেশ্যে জাতিধর্ম নির্বিশেষে নবীন পুরাতন সর্বপ্রকার চিন্তা ও জ্ঞানের সমন্বয় ও সংযোগ সাধন। (মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, ২০০৩ : ২৮-২৯)

'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' যে নতুন জাগরণের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজকর্মে ও সাহিত্যচর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন, তার খবর পাওয়া যায় কাজী আবদুল ওদুদের জবানীতে। তিনি লিখেছেন : "১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠীর অভ্যুদয় হয়। তাঁদের প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' মুখপত্রের নাম ছিল 'শিখা' আর তাদের মন্ত্র ছিল 'বুদ্ধির মুক্তি' Emencipation of the intellect, এই মন্ত্র তাঁরা পেয়েছিলেন বহু জায়গা থেকে– কামাল আতাতুর্কের কাছ থেকে, রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ ও জাঁ ক্রিস্তফের লেখা, রোমাঁ রোলাঁর কাছ থেকে, আর হজরত মোহাম্মদের [সা.] কাছ থেকে। এঁদের অন্যতম পরিচালক পরলোকগত অধ্যাপক আবুল হুসেন এক সময় বলেছিলেন, হজরত মোহাম্মদের [সা.] একটি বিখ্যাত বাণী হচ্ছে 'তাখাল্লাকু বি আখলাকিল্লাহ'– আল্লাহর গুণাবলীতে বিভূষিত হও; আল্লাহর গুণাবলীতে বিভূষিত হওয়ার অর্থ অনন্ত সদগুণে ভূষিত হওয়া, কাজেই মানুষের উন্নতির অন্ত নেই।" (খোন্দকার সিরাজুল হক ২০১৫ : ১১৫)।

শিখাগোষ্ঠীর আদর্শের মানুষগণ ছিলেন : ক. হজরত মুহম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), খ. শেখ সাদী, গ. রোমাঁ রোলাঁ, ঘ. গ্যেটে, ঙ. রামমোহন, চ. ডিরোজিও,

ছ. মোস্তফা কামাল, জ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঝ. প্রমথ চৌধুরী, ঞ. কাজী নজরুল ইসলাম।

'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ'-এর লেখকগণ তাঁদের চিন্তাধারাকে বাঙালি সমাজের কাছে পৌছে দেয়ার জন্য তিনটি পথ অবলম্বন করেছিলেন : ক. পত্র-পত্রিকা প্রকাশ, খ. সাময়িক অধিবেশন ও বার্ষিক সম্মেলন, গ. গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ।

'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ'-এর মুখপত্র বার্ষিক *শিখা* প্রথম প্রকাশিত হয় চৈত্র, ১৩৩৩ সালে। এই সমাজের লেখকগণ তাদের লেখার প্রস্তুতি কিছুদিন আগেই শুরু করেছিলেন। *তরুণ-পত্র* ও *অভিযান* পত্রিকা দুটি ছিল তাদের আশ্রয়। মূলত আবুল হুসেনের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত হয়েছিল *তরুণ-পত্র*।মুহম্মদ ফজলুল করিম মল্লিক ও আহমদ হোসেন সম্পাদিত মাসিক *তরুণপত্র* পত্রিকার শিরোভাগে লেখা থাকত "উড়াও তরুণ জয়-পতাকা পাহাড় সাগর ভেদ করি"। এই পত্রিকার মোটো / মুখবাণী হিসেবে ছাপা হত : "যদি সত্যের থাকে বল।/ তবে নির্ভয় চিতে চল।" (খোন্দকার সিরাজুল হক ২০১৫ : ১৪৩)।

*তরুণ-পত্রে*র উদ্দেশ্য ছিল "বাংলার তরুণ সম্প্রদায়কে সমাজ ও দেশহিত ব্রতে উদ্বোধিত করা। নিজের সৃজনশক্তির মধ্যে নিজেকে ও সমাজকে সঞ্জীবিত করিয়া তোলাই মানবজীবনের, বিশেষত তরুণ-জীবনের শ্রেষ্ঠসাধনা। প্রেম ও ভক্তির সহযোগিতায় জীব-রসের যে সম্ভোগ, তাহা অনাবিল ও মানবের সর্বোত্তম পুরস্কার। এই পুরস্কার লাভের জন্যই তরুণের তপস্যা।" এই পত্রিকায় আবুল হুসেন, আবুল ফজল, কাজী আবদুল ওদুদ লিখতেন।

মাসিক *অভিযান* পত্রিকাটির প্রকাশনার সঙ্গে 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ'-এর লেখক-কর্মী এবং কাজী নজরুল ইসলাম যুক্ত ছিলেন। এর সম্পাদক (পত্রিকায় সম্পাদকের জায়গায় লেখা থাকত সারথি; কাজী নজরুল ইসলামের *ধূমকেতু*র অনুসরণে এটা করা হয়েছিল) ছিলেন মোহাম্মদ কাসেম। অভিযান নামটি কাজী নজরুল ইসলামের দেওয়া। নজরুল এই পত্রিকায় 'অভিযান' শিরোনামে একটি কবিতাও লিখে দিয়েছিলেন। মাসিক *অভিযান* এর ভাদ্র ১৩৩৩ ও আশ্বিন ১৩৩৩– এই দুটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। মাসিক *অভিযান* এর শিরোভাগে শোভা পেত কাজী নজরুল ইসলামের 'কাণ্ডারী হুশিয়ার' কবিতার এই ক'টি লাইন :

তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী সান্ত্রীরা সাবধান !
যুগযুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান।
ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান,
ইহাদের পথে নিতে হবে সাথে, দিতে হবে অধিকার।
দুর্গম গিরি কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি-নিশীথে, যাত্রীরা হুশিয়ার!

(খোন্দকার সিরাজুল হক ২০১৫ : ১৩৭)।

শিখা প্রকাশিত হয় চৈত্র ১৩৩৩ সালে। বার্ষিক *শিখা*র মোট পাচটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল :

প্রথম বর্ষ
প্রকাশকাল : চৈত্র ১৩৩৩। সম্পাদক : অধ্যাপক আবুল হুসেন এম.এ., বি. এল.। প্রকাশক : আবদুল কাদির, মুসলিম হল, ঢাকা। মূল্য : আট আনা।

দ্বিতীয় বর্ষ
প্রকাশকাল : আশ্বিন ১৩৩৫। সম্পাদক : অধ্যাপক কাজী মোতাহের হোসেন এম.এ। প্রকাশক : সৈয়দ ইমামুল হোসেন, ম্যানেজার, মডার্ণ লাইব্রেরি, ৭৪ নবাবপুর, ঢাকা। মূল্য : আট আনা।

তৃতীয় বর্ষ
প্রকাশকাল : ১৩৩৬। সম্পাদক : অধ্যাপক কাজী মোতাহের হোসেন এম.এ। প্রকাশক : সৈয়দ ইমামুল হোসেন, ম্যানেজার, মডার্ণ লাইব্রেরি, ৭৪ নবাবপুর, ঢাকা। মূল্য : এক টাকা।

চতুর্থ বর্ষ
প্রকাশকাল : ১৩৩৭। সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুর রশিদ বি. এ., বি. টি.। প্রকাশক : সৈয়দ ইমামুল হোসেন, ম্যানেজার, মডার্ণ লাইব্রেরি, ৭৪ নবাবপুর, ঢাকা। মূল্য : আট আনা।

পঞ্চম বর্ষ
প্রকাশকাল : ১৩৩৮। সম্পাদক : আবুল ফজল বি.এ., বি.টি.। প্রকাশক : সৈয়দ ইমামুল হোসেন, ম্যানেজার, মডার্ণ লাইব্রেরি, ৭৪ নবাবপুর, ঢাকা। মূল্য : বারো আনা।

*শিখা*র প্রতি সংখ্যায় 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ'-এর অনুষ্ঠিত সাময়িক অধিবেশন ও বার্ষিক সম্মেলনের বিবরণ এবং উক্ত সাহিত্য-সভায় পঠিত রচনা প্রকাশিত হতো।

*শিখা*র মুখবাণী/ মোটো ছিল: "জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।"

পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য কী ছিল, তা *শিখা*র প্রথম সংখ্যা থেকে জানা যায়:

> আজ এক বছর চিন্তা-চর্চার ফলে আমরা এই 'শিখা' প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছি। *'শিখা'র প্রধান উদ্দেশ্য বর্তমান মুসলমান সমাজের জীবন ও চিন্তাধারার গতির পরিবর্তন সাধন।* শিখার প্রথম সংখ্যায়

> অভাবের এক একটি দিক লক্ষ্য করে লিখিত হয়েছে। (সবই সাহিত্য সমাজের বার্ষিক সম্মিলনে পঠিত হয়েছিল) সেজন্যে হয়তো অনেক অপ্রিয় সত্যের অবতারণা করতে হয়েছে। কিন্তু আমরা মনে করি, সমাজের প্রকৃত সহৃদয় সুহৃদ-বর্গের কেহই অপ্রিয় সত্য হজম করতে নারাজ হবেন না– কারণ নিতান্ত আত্মীয় যে সেই ত আঘাত দিতে পারে।

আবুল ফজল *শিখা* প্রসঙ্গে বলেছেন:

> সাধারণত বার্ষিক সম্মেলনে পঠিত রচনাগুলি দিয়েই শিখার কলেবর ভর্তি করা হত। ...সম্পাদক হিসেবে যাঁর নামই মুদ্রিত হউক না কেন আসলে সম্পাদনা করতেন কর্মবীর আবুল হুসেন সাহেব। বেশিরভাগ খরচও বহন করতেন তিনি। 'শিখা'র টাইটেল পৃষ্ঠায় একটি ক্ষুদ্র রেখাচিত্র ছিল, শুনেছি তাও এঁকেছিলেন আবুল হুসেন সাহেব। একটি খোলা কোরান শরীফ... মানববুদ্ধির আলোর স্পর্শে কোরানের বাণী প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে, এ ছিল রেখাচিত্রটির মর্ম। কিন্তু এর একটা কদর্থ বের করতে বিরুদ্ধবাদীদের বেগ পেতে হয় নি। তারা এর অর্থ রটালেন মুসলিম সাহিত্য-সমাজের সমর্থকরা কোরানকে পুড়িয়ে ফেলে শুধু মানব বুদ্ধিকেই দাড় করাতে চাচ্ছে। বলাই বাহুল্য গোড়া থেকেই গোঁড়ারা মুসলিম সাহিত্য-সমাজের বিরোধী ছিল। চিন্তার ক্ষেত্রে কায়েমী স্বার্থের বুনিয়াদ সবচেয়ে শক্ত। এরপর এরা রীতিমত বিরুদ্ধতা করতে লাগলেন সমাজের। (খোন্দকার সিরাজুল হক ২০১৫ : ১১৫)।

কাজী নজরুল ইসলামের 'খোশ আমদেদ' গানটি দিয়ে *শিখার* শুরু। *শিখায়* মুদ্রিত গানটির নিচে গান-রচনার স্থান ও তারিখের উল্লেখ ছিল – 'পদ্মা' ২৭-২-২৭। এ থেকে বোঝা যায়, ঢাকায় আসার পথে স্টিমারে বসেই গানটি লিখেছিলেন। কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন *শিখা*-গোষ্ঠীর জীবন্ত আদর্শ। কাজী নজরুল ইসলাম 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' এর প্রথম বার্ষিক সম্মেলনের প্রথম দিন 'খোশ আমদেদ' গানটি পরিবেশন করেন এবং দ্বিতীয় দিনে একটি গজল দিয়ে সভা উদ্বোধন করে তার 'খালেদ' কবিতাটি আবৃত্তি করেন।

'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' এর প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে অভ্যর্থনা-কমিটির সভাপতি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হলের তৎকালীন প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক এ. এফ. রহমান এবং মূল সভাপতি ছিলেন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক খানবাহাদুর তসদ্দুক আহমদ। এ সভার কাজ শুরু হয় কোরআন শরীফের সুরা 'আল কমর' এর এক রুকু তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে। এরপর অভ্যর্থনা- কমিটির সভাপতি অধ্যাপক এ. এফ. রহমান তার অভিভাষণ পাঠ করেন। তিনি বলেন :

আজকার সাহিত্য সম্মিলনের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে, এবং যাদের জন্য এই সাহিত্য-সমাজের সৃষ্টি তাদের নিকট দু একটি কথা নিবেদন করছি। আমারই জীবনে এমন একটা সময় দেখেছি যখন নিজের ভাষাটা না জানাই সভ্যতার চিহ্ন বলে ধরা হতো, আর নিজের ভাষাও একটু ইংরেজির অনুকরণে না বলতে পারলে সভ্যতার একটু হানি হতো। ফলে, একটা দলের সৃষ্টি হচ্ছিল যাঁরা ইউরোপ ও এশিয়ার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকতেন। নিজের দেশের প্রতি তাঁদের কোন সহানুভূতি ছিল না, ভিন্ন দেশও তাঁদের প্রতি কোন সহানুভূতি করত না। অবশ্য আজ সে অবস্থাটা কেটে গেছে। তাতে একটু উপকার হয়েছে। একটা প্রতিক্রিয়ার ফলে আমরা আজ জাতীয় আত্মসম্মান ফিরে পেয়েছি।...এই 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' একটা অসীম অভাব দূর করবার জন্যই হয়েছে। এ আমাদের জাতীয় জীবনে একটি নূতন স্পন্দনের চিহ্ন। এই ক্ষীণ প্রবাহটুকু কালে একটি স্রোতে পরিণত হয় এই প্রার্থনা করি। (মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, ২০০৩: ৯-১১)।

শিখায় প্রকাশিত 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজে'র প্রথম বর্ষের সাধারণ সভাপতির অভিভাষণে মৌলভী তসদ্দুক আহমদ বি.টি.র বক্তব্যে শিখাগোষ্ঠীর মনন-মানসিকতার চিত্র ফুটে ওঠে। বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চার পক্ষে তিনি বলেন :

মাতৃভাষার এমনি মহিমা যে কথা মাতৃভাষা বলাটাই যেন আনন্দের বলিয়া মনে হয়। বাংলা যে আমার মাতৃভাষা সে কথাটা আপনাদেও সমক্ষে জোর গলায় বলিতে আমার একটুও দ্বিধাবোধ হয় না। কারণ তাহা না হইলে আমার নিজের মা-কেই অস্বীকার করিতে হয়। এতটা অধোগতি আপনাদের আশীর্বাদে এখনও আমার হয় নাই। তবু নাকি শুনি এই বাংলাদেশে এখনও অনেক মুসলিম আছেন যাঁহারা বাংলাভাষাকে তাঁহাদের মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জা বা অপমানবোধ করেন। তাঁহারা নাকি বলেন "শরিফ' অর্থাৎ সদ্বংশজাত মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে মাতৃভাষাটাকে না বদলাইলে চলিবে না। আপনারাই পাঁচজনে বিচার করুন শিক্ষকতা করি বলিয়াই কি নিজের মা-কেও বেত্র হস্তে তাড়না করিব, 'অথবা তুমি তোমার ভাষা বদলাইয়া ফেলিবে, নতুবা তোমাকে মা বলিয়া স্বীকার করা আমার পক্ষে অপমানজনক হইবে?' ...সাহিত্য জিনিসটা কাহারও একচেটিয়া সম্পত্তি নহে; সকলেরই তাহাতে সমান অধিকার। এই বাংলাদেশে আমরা হিন্দু মুসলিম দুইটি বৃহৎ সম্প্রদায় বহুকাল যাবৎ একত্র বাস করিয়া আসিতেছি। সাহিত্যকে গঠন কবিবার জন্য ও পুষ্ট করিবার জন্য আমাদের উভয়েরই সমান অধিকার। কিন্তু বলিতে লজ্জা বোধ হয়, আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে আমরা এতদিন সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলাম। যখন বাঙ্গলা সাহিত্য হিন্দু সমাজের বহু কৃতী সন্তানের দ্বারা শনৈঃ শনৈঃ

> গঠিত, পুষ্ট ও বর্ধিত হইতেছিল তখন আমরা কেবল সমরখন্দ ও বোখারা, আরব ইস্পাহানের স্বপ্ন দেখিতে ছিলাম। ... আসল কথা, প্রধানত যে উপাদান দিয়া জাতীয় জীবন গঠিত হয় তাহা নির্ধারণ করিতে আমাদের বহু কালক্ষয় হইয়াছে; এখনও সম্যক উপলব্ধি হইয়াছে কিনা সন্দেহ। তবে আশা হয় আপনাদের ন্যায় অনুষ্ঠানের যতই বৃদ্ধি হইবে ... আমরাও জনসমাজের অপর দশজনের ন্যায় আদৃত, সম্মানিত হইতে থাকিব। সাহিত্য যখন সকলেরই সম্পত্তি তখন সকলেরই তাহার কলেবর বৃদ্ধি করিবার সমান অধিকারী এবং সেজন্য সমান দায়ী। আমি আমার অংশটুকু দিলাম, আপনি আপনার অংশটুকু দিলেন, এইভাবেই সাহিত্য বাড়িয়া উঠিবে। হিন্দু ভ্রাতৃগণ তাঁহাদের অংশ পর্যাপ্ত পরিমাণে দিয়েছেন এবং দিতেছেন; আমরা আমাদের অংশ দিই নাই। এখন দিতে আরম্ভ করিয়াছি। ক্রমেই আমাদিগকে অধিকতর পরিমাণে দিতে হইবে। তখন আমরা বাঙালি হিন্দু ও মুসলিম দুই ভাই একই ভাষা জননীর পীযুষ ধারা পান করিয়া বলীয়ান হইব। (মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, ২০০৩ : ১২-১৪)

মুসলিম সাহিত্যের আদর্শ কী হবে, সে বিষয়ে এই সমাজের স্পষ্ট বক্তব্য ছিল। মুসলমানদের ধর্ম ইসলাম, ধর্মগ্রন্থ কোরআন আর পথপ্রদর্শক হযরত মুহম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। *শিখা*গোষ্ঠীর কণ্ঠে সেদিন এমন আত্মজিজ্ঞাসা ধ্বনিত হয়েছিল : "আমাদের নাই কি? ছিল না কি? যে ধর্মে হযরত রসূল করিম মুহম্মদ মোস্তফা (স.)-এর ন্যায় নেতা, পথপ্রদর্শক, উপদেষ্টা আছেন, যে ধর্মে কোরান মজিদের ন্যায় অমূল্য গ্রন্থ বিদ্যমান, সেই ধর্ম্মাবলম্বীগণের দুনিয়ার পাথেয় সংগ্রহ করিবার জন্য আবার চিন্তা?"(মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, ২০০৩ : ১৫)। বরং বাঙালি মুসলমানের জ্ঞানের ঘাটতি, সঠিকভাবে চর্চার অভাবে অনেক সমস্যা দেখা দিচ্ছে। যেমন : "হজরত মুহম্মদ(স.) কে অনুসরণ করিতে না চায় এমন কোন ভক্তপ্রাণ মুসলিম আছে? এইখানে বোধ হয় ইহা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, আমাদের সমাজে যে 'মিলাদ পাঠে'র ব্যবস্থা আছে কিন্তু তাহার ন্যায় বড় প্রহসন আর কিছু হইতে পারে কিনা সন্দেহ। আমরা ভক্তিভরে হজরত মুহম্মদ (স.)- এর নাম শ্রবণ করি, চোখে 'বোসা' (চুম্বন) দিই, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত জীবনী সম্বন্ধে কয়জন খোঁজ রাখি? নানা প্রকারের অলৌকিক, আজগুবি গল্পের অবতারণা করিয়া তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত পাঠ করিয়াই আমরা মিলাদ সমাপন করি। শির্‌নী মিষ্টান্ন বস্ত্রপ্রান্তে বাধিয়া হৃষ্টচিত্তে গৃহে ফিরিয়া যাই। যে আদর্শ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিলে আমাদের কিঞ্চিতমাত্রও উপকার হইত তাহা আমাদের নিকট চিরদিন লুক্কায়িত থাকিয়া যায়। ... জীবন সংগ্রাম বলুন, বিজ্ঞান বলুন, সাহিত্য বলুন, সবই একটা আদর্শের অপেক্ষা করে। সেই আদর্শ না থাকিলে সাধনায় স্পৃহা হয় না; আবার সাধনা না থাকিলে সিদ্ধি লাভও হয় না। আমাদের সাহিত্যকে

ইসলামের আদর্শে গড়িয়া তুলিতে হইবে। প্রকৃত ইসলাম দ্বারা তাহাকে অনুপ্রাণিত করিতে হইবে। ইসলামের সঞ্জীবনী সুধায় শিঞ্চিত হইয়া আমাদের সাহিত্য অমর হইবে। প্রত্যেক মুসলিম নরনারী সেই সাহিত্যসুধা পান করিয়া অমর হইবে।"(মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, ২০০৩ : ১৫-১৬)।

শিখার প্রথম সংখ্যায় যা প্রকাশিত হয়েছিল :

ক. খোশ আমদেদ (গান): কাজী নজরুল ইসলাম

খ. অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ : এ.এফ. রহমান এম.এ. (অক্সফোর্ড)

গ. সভাপতির অভিভাষণ : খান বাহাদুর তসদ্দুক আহমদ বি.এ.বি.টি.

ঘ. আবাহন (কবিতা) : মুনশী হাবিবুল্লা

ঙ. বার্ষিক বিবরণী : সম্পাদক

চ. বাঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্য-সমস্যা : অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ এম.এ.

ছ. বাঙলার লোক-সঙ্গীত : আবদুল কাদের

জ. বাঙ্গালী মুসলমানের আর্থিক সমস্যা : রকীবউদ্দীন আহমদ এম.এ.

ঝ. বাঙ্গালী মুসলমানের সামাজিক সনদ : অধ্যাপক কাজী আনোয়ারুল কাদির এম.এ., বি.টি.বি.এস.

ঞ. হজরত মুহম্মদের প্রতিভা : শামসুল হুদা

ট. সঙ্গীত চর্চায় মুসলমান : অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন এম.এ.

ঠ. শিক্ষা-সমস্যা : অধ্যাপক মমতাজউদ্দীন আহমদ এম.এ.

ড. আমাদের নবজাগরণ ও শরীয়ত : আবদুর রশীদ বি.এ.বি.টি.

ঢ. নাট্যাভিনয় ও মুসলমান সমাজ : আবদুস সালাম খাঁ বি,এ.

ণ. বাঙ্গালী মুসলমানের শিক্ষা-সমস্যা : আবুল হুসেন বি.এ.বি.টি.

ত. মুসলমানের আর্থিক সমস্যা : আনোয়ার হোসেন

থ. পরিশিষ্ট

*শিখা*র এই সূচি থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট যে বাঙালি মুসলমান সমাজের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে এই গোষ্ঠী আলোচনা করেছেন। বাঙালি মুসলমানের শিক্ষা, সাহিত্য, সংগীত, সামাজিক-আর্থিক নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন লেখকবৃন্দ। প্রতিটি লেখাই ছিল রীতিমত নতুনভাবে দেখার-চিন্তা করার উপাদানে ভরপুর।

অধ্যাপক কাজী আনোয়ারুল কাদিরের 'বাঙ্গালী মুসলমানের সামাজিক সনদ' প্রবন্ধটি রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত না হলে জীবনরস কীভাবে পান করবে বাঙালি মুসলমান; ইবাদতে মজা পায় না, খেতে ভাল লাগেনা; তাই অপুষ্টি এদের মনে-মগজে! প্রাবন্ধিক স্পষ্ট করে বলেন : "আমাদের যাঁরা ধর্মগুরু

হওয়ার দাবী রাখেন, উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে তাঁদের অনেকের জীবন সুন্দর নয়। তাঁরা নিজেরা খুব সুস্থ চিত্ত, জ্ঞানবান, বলবান বুদ্ধিমান মানুষ নন। তাঁদের মুখের কথার দামও তাই খুব বেশী নয়। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষুধা থাকা সত্ত্বেও আমাদের মৌলবী মৌলানারা জনগণের উপযুক্ত আহার যোগাতে পারছেন না। ফলে ধর্মের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জন্মাচ্ছে না। আমাদের মধ্যে অনেক স্থলেই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিকটা একেবারে লোপ পেতে বসেছে।"(মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, ২০০৩ : ৬৬)।

বিয়ের ক্ষেত্রে নানা অনিয়ম/অনাচার/ কুসংস্কার ছিল বাঙালি মুসলমান সমাজে। প্রয়োজনে একাধিক বিয়ের কথা প্রচলিত হলেও সেখানে নানা শর্ত মানার প্রয়োজন আছে। স্বল্পবিদ্যার বাঙালি মুসলমান তাই নিজের সুবিধামত অনেক বিধি বানিয়ে নিয়েছে; প্রাবন্ধিক কাজী আনোয়ারুল কাদিরের সেখানেই ক্ষোভ। তিনি বলেন : "পশুর মত কেবল মাত্র আহার নিদ্রা আর একটা ব্যাপারই হচ্ছে আমাদের কার্য এবং শুধু বংশবিস্তারই আমাদের অস্তিত্বের একমাত্র সার্থকতা। ... জেনা করা মহাপাপ, তার সহজ অর্থ হল এই যে, কলমা করে ফেল। হারামকে হালাল করার এরূপ ব্যবস্থাকে প্রশংসা করা যায় না।" (মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, ২০০৩ : ৬৭)। বাঙালি মুসলমানের কাজে-কর্মে-ধর্মে আরও সচেতন হতে হবে বলে প্রাবন্ধিক মনে করেন। কাজী আনোয়ারুল কাদিরের ভাষ্য :

> আমাদের ধর্মের সার কথা হয়ে দাড়িয়েছে এই, রসুলোল্লাহর নামে দরুদ পড়া, রসুলোল্লাহর না'ত, মিলাদ শরীফ, ঈদ, বকর ঈদের [ঈদুল আযহা] সময় কিছু ঘটা আর বক্তৃতায় নামাজ, রোজা, হজ্জ যাকাৎ ফেৎরা এগুলির প্রশংসা করা। এগুলির পেছনে যে আরো কিছু থাকতে পারে সে দিকে দৃষ্টি দেবার কোনো দরকার সমাজ অনুভব করতে চান না। আমাদের মানুষ হতে হবে– বলবান, জ্ঞানবান, বুদ্ধিমান, মানুষ হতে হবে, একথা আমাদের মনেও হয় না। নামাজ রোজা যদি অর্থশূন্য হয় তবে সে নামাজ রোজায় কতটুকু ক্ষতি বৃদ্ধি। যদি নামাজে দাঁড়িয়ে আল্লাহু আকবার বলার সময় সেই 'রহমানুর রহিমমালিকি ইয়াও মিদ্দিনের' ধারণা মনে না জাগে, যদি মালিকি ইয়াও মিদ্দিন বলার সঙ্গে সঙ্গে নিজের অপরাধের কথা মনে করে ভয়ে শরীর ও মন শিহরিয়া না উঠে, যদি সেই শিহরণের সঙ্গে সঙ্গে 'ইয়া কা নাআ বোদো ওয়া ইয়া কানাস্তাইন' বলে সচকিত হয়ে সেই জীবন-স্বামীর কৃপা ভিক্ষার কথা মনে না জাগে, যদি প্রাণের গভীরতম নিকেতন থেকে 'এহদেনাস সেরাতুল মোস্তাকিম' না বলতে পারি, তবে সে নামাজের সার্থকতা কোথায়? যদি 'সোবহানা রব্বেল আজীম ও সোবহানা রব্বেল আলা'র অর্থ না বুঝি তবে রুকু ও সেজদার সার্থকতা কোথায়। (মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, ২০০৩ : ৬৫)।

সভাপতি তসদ্দুক আহমদ তার ভাষণে বলেন : "আজ আমরা যে ভাঙতে চেয়েছি বিদ্রোহী হয়ে ভাঙতে চাচ্ছি সেটা শুভ লক্ষণ মনে করতে হবে। আমাদের মনে ঐ ময়লা আবর্জনা দূর করবার স্পৃহা জেগেছে। কিন্তু বন্ধুগণ, শুধু ভাঙলে চলবে না–গড়তেও হবে। আর আমাদের ঘুমুলে চলবে না– তাই খোদার কাছে প্রার্থনা করি– আপনারা বড় হোন। আপনারা আমাদের এই আসন গ্রহণ করুণ। আমাদের চেয়ে বড় হোন। ইসলামকে নব মন্ত্রে নব সৃষ্টি দিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সম্পদশালী করুন।" (মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, ২০০৩ : ১২৯।)

বার্ষিক *শিখা*র দ্বিতীয় সংখ্যা (আশ্বিন, ১৩৩৫) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক কাজী মোতাহের হোসেনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজে'র দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনের সম্পাদকও ছিলেন তিনি। এ সংখ্যার সূচি ছিল এরকম :

ক. নতুনের গান (গান): কাজী নজরুল ইসলাম
খ. অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ : মি. মাহমুদ হাসান বি.এ. (অক্সফোর্ড)
গ. সভাপতির অভিভাষণ : খান সাহেব মৌলভী আবদুর রহমান খাঁ এম.এ. বি.এ.বি.টি.
ঘ. দ্বিতীয় বর্ষের কার্যবিবরণী : সম্পাদক
ঙ. বাংলার জাগরণ : অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ এম.এ.
চ. সমবায় আন্দোলনে মুসলমানের কর্তব্য : খানবাহাদুর মৌলভী কমরুদ্দীন আহমদ বি.এ.
ছ. মোগল যুগের চিত্র চর্চা : মৌলবী আবদুস সালাম এম.এ.
জ. বাংলার লুপ্ত শিল্প : অধ্যাপক রকীবউদ্দীন আহমদ এম.এ.
ঝ. বাংলায় পীর পূজা : সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ বি.এ.
ঞ. মানব মনের ক্রমবিকাশ : অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন এম.এ.
ট. ইংরেজি সাহিত্যে রোমান্টিক যুগ : মৌলভী আনওয়ারুল কাদির এম.এ., বি.টি.
ঠ. স্থাপত্য চর্চায় মুসলমান : মৌলভী আবদুল মঈদ চৌধুরী বি.এ.
ড. মুসলিম ভারতে শিক্ষা-চর্চা : মৌলভী আতাউর রহমান
ঢ. বৈদেশিক বাণিজ্য ও বাংলার মুসলমান : অধ্যাপক এ.কে. আহমদ খাঁ এম.এ
ণ. নারীজীবনে আধুনিক শিক্ষার আস্বাদ : ফজিলাতুন নেসা এম.এ.
ত. পরিশিষ্ট

*শিখা*গোষ্ঠীর আমন্ত্রণে কাজী নজরুল ইসলাম মুসলিম সাহিত্য-সমাজের প্রথম বার্ষিক অধিবেশনের মত দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়েছিল তাঁর লেখা বিখ্যাত এই গানটি দিয়ে :

> চল্ চল্ চল॥/ উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল,/ নিম্নে উতলা ধরণী তল,/ অরুণ
> প্রাতের তরুণ দল/ চল্‌রে চল্‌রে চল্॥ ঊষার দুয়ারে হানি আঘাত/

> আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,/ আমরা টুটাব তিমির রাত/ বাধার বিন্ধ্যাচল।/ 'তাজা-ব-তাজার' গাহিয়া গান/ সজীব করিব গোরস্থান,/ আমরা দানিব নতুন প্রাণ/ বাহুতে নবীন বল।... (মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, ২০০৩ : ১৪৫।)

শিখা প্রকাশের এক বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, সমাজে পরিচিতি পেয়েছে এর লেখাগুলো– দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে এমন মূল্যায়ন করেন সভাপতি আবদুর রহমান খাঁ। তিনি বলেন :

> প্রায় দুই বৎসর অতীত হইতে চলিল, এই সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই অল্পকালের মধ্যেই ইহা আপনাকে জনসাধারণের মধ্যে পরিচিত করিয়া তুলিয়াছে। ... সমাজের কর্মীগণ এক নূতন উৎসাহে উৎসাহিত, এক নূতন প্রেরণায় অনুপ্রাণিত। ইহারা সমাজ-গত প্রাণ। মুসলিম সমাজের বর্তমান দুঃখ দৈন্য ইহাদের মর্ম স্পর্শ করিয়াছে। ইহারা উহাকে সঞ্জীবিত ও সর্বগুণে বিভূষিত করিয়া বিশ্বের দরবারে একটি গৌরবময় আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে এবং সকল জাতির নিকট শ্রদ্ধেয় করিয়া তুলিতে চান। ইহারা সত্যান্বেষী, গতানুগতিক সহজ ব্যাখ্যায় ইহারা সন্তুষ্ট নহেন। সত্যকে ইহারা শুধু মানিয়া লইয়া নিশ্চিন্ত হইতে চান না। ইহারা চান সে সত্যকে বুদ্ধির মাপকাঠি দ্বারা ভাল করিয়া যাচাই করিয়া আপনার করিয়া লইতে। ইহারা স্বাধীন চিন্তার সাহায্যে সত্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, যাহা সত্য বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা অকপটে নির্ভীক-চিত্তে সর্বসমক্ষে প্রকাশ করেন। সত্যান্বেষণই ইহার একমাত্র পথ।"(খোন্দকার সিরাজুল হক ২০১৫ : ১৪২-৪৩)।

*শিখা*র তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯২৯ সালে। এ সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন কাজী মোতাহার হোসেন। সূচিপত্র ছিল এরকম :

ক. অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

খ. সাধারণ সভাপতির অভিভাষণ : আবুল মুজফফর আহমদ বি.সি.এল. বার এট.ল.

গ. তৃতীয় বার্ষিক বিবরণী

ঘ. আব্বাসীয় যুগ : অধ্যাপক কাজী আকরাম হোসেন

ঙ. মুসলিম সাহিত্য সমাজ : অধ্যাপক মোহিতলাল মজুমদার

চ. দারার ধর্মমত : অধ্যাপক কালিকারঞ্জন কানুনগো

ছ. ইউরোপীয় সভ্যতায় মুসলিম স্মৃতিঃ মৌলবী মোমাম্মদ আবদুর রশীদ

জ. ইউরোপে শিক্ষার আদর্শের ক্রমবিকাশ : খানসাহেব আবদুর রহমান খাঁ এম.এ., বি.টি.

ঝ. কোরানে মানবের স্থান ও অর্থনীতি : খানবাহাদুর কমরুদ্দীন আহমদ

ঞ. ফিকাহর উদ্ভব ও পরিণতি : মৌলবী মোখতার আহমদ সিদ্দিকী
ট. চলার কথা : মৌলভী আকবর উদ্দীন
ঠ. আরবী ভাষা ও কাব্য : মি. ফসীহ্
ড. দার্শনিক ইবনে রোশদ : অধ্যাপক মমতাজউদ্দীন আহমদ
ঢ. ইসলাম ও শরীরচর্চা : মৌলবী বিলায়েত আলি খাঁ
ণ. মানব প্রগতি ও মুক্তবুদ্ধি : মৌলবী নাজিরুল ইসলাম
ত. কুসংস্কারের একটা দিক : মৌলবী শামসুল হুদা
থ. ময়মনসিংহের গীত : মৌলবী মোসলেমউদ্দীন খাঁ
দ. আরবী কাব্য : মৌলভী আবুল কাসেম
ধ. ধর্ম ও সমাজ : অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন
ন. বাংলা সাহিত্যের চর্চা: অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ
প. স্যার সৈয়দ আহমদ : মৌলবী আবুল হুসেন
ফ. তরুণ আন্দোলনের গতি : মৌলবী আবুল ফজল
ব. Muslim Literary Conference
ভ. পরিশিষ্ট

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মুসলিম সাহিত্য নিয়ে তার মনোভাব ব্যক্ত করেন এভাবে :

> সাহিত্য যদি সত্যিকার সাহিত্য হয় সে মুক্তি দিবেই– দেহের মুক্তি, মনের মুক্তি, আত্মার মুক্তি। এই তিনটি দিয়েই মানুষ। ...মুসলিম সাহিত্য। কেউ হয়তো বলতে পারেন, 'কি গোঁড়ামি! সাহিত্যও আবার জাত বিচার! তাই একটু খোলাসা করে বলা দরকার– মুসলিম সাহিত্য বলতে কি বুঝি। ... আমাদের ঘর ও পর, আমাদের সুখ ও দুঃখ, আমাদের আশা ও ভরসা, আমাদের লক্ষ্য ও আদর্শ নিয়ে যে সাহিত্য তাই আমাদের সাহিত্য। কেবল লেখক মুসলমান হলেই মুসলমান সাহিত্য হয় না। হিন্দুর সাহিত্য অনুপ্রেরণা পাচ্ছে বেদান্ত ও গীতা, হিন্দু ইতিহাস ও হিন্দু-জীবনী থেকে। আমাদের সাহিত্য অনুপ্রেরণা পাবে কুরআন ও হাদিস, মুসলিম ইতিহাস ও মুসলিম জীবনী থেকে। হিন্দু সাহিত্য রস সংগ্রহ করে হিন্দু সমাজ থেকে, আমাদের সাহিত্য করবে মুসলিম সমাজ থেকে। এই সাহিত্যের ভেতর দিয়েই বাংলা হিন্দু-মুসলমানের চেনা-পরিচয় হবে। চেনা হলেই ভাব হবে। (মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, ২০০৩ : ২৭৪-৭৮)।

শিখার তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত পরিশিষ্ট থেকে জানা যায় যে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। সেগুলো হল :

ক. এই সভা বাংলার মুসলমান নরনারীকে বিশেষভাবে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সমগ্র বাঙ্গালীকে কোরানের সহিত পরিচিত হইবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছে।

খ. এই সভা বাংলার পল্লীর বিভিন্ন কেন্দ্রে পাঠাগার ও গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠায় বিশেষভাবে উদ্যোগী হইবার জন্য দেশের কর্মীদের প্রতি অনুরোধ জানাইতেছে।

গ. এই সভা বাংলার বিভিন্ন মক্তব ও মাদ্রাসায় যাহাতে বাধ্যতা-মূলক ব্যায়ামশিক্ষার ব্যবস্থা হয় তজ্জন্য গভর্নমেন্টকে অনুরোধ জানাইতেছে। ...

ঘ. এই সভা 'সাহিত্য সমাজের কর্মীবৃন্দকে মুসলিম ইতিহাস দর্শন ও ধর্ম বিষয়ক আরবি ও ফারসি গ্রন্থসমূহ অনুবাদ করিবার জন্য একটি অনুবাদ কমিটি গঠন করিতে অনুরোধ জানাইতেছে।

*শিখা*র চতুর্থ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩৩৭ সালে। এ সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ আবদুর রশীদ। সূচিপত্র ছিল এরকম :

ক. অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ : ড. সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসেন

খ. সভাপতির অভিভাষণ : খান বাহাদুর নাসির উদ্দীন আহমদ

গ. সম্পাদকের কথা

ঘ. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে জগৎ ও জীবন : অধ্যাপক শ্রী উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

ঙ. প্রাচ্য ও প্রতীচ্য : কামালউদ্দীন

চ. তরুণের দায়িত্ব : ফাতেমা খানম

ছ. ধর্ম ও শিক্ষা : অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন

জ. বর্তমান বাংলার মহিলা ঔপন্যাসিক : করুণাকণা গুপ্তা

ঝ. গ্যেটে : অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ

ঞ. সাহিত্যে শুচিতা : প্রিন্সিপাল শ্রী সুরেন্দনাথ মৈত্র

ট. বৃটিশ ভারতে মুসলমান আইন : আবুল হুসেন

ঠ. মুসলিম জাগরণ : নাজির উদ্দীন আহমদ

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসেনের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে সাহিত্য সমাজ একদল শক্তিশালী সাহিত্যিক ও চিন্তাশীল লেখক তৈরী করতে সমর্থ হয়েছে। সভাপতির ভাষণে খানবাহাদুর নাসির উদ্দীন আহমদ বলেন যে বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাঙালি মুসলমানকে জাগাতে, 'স্বাধীন চিন্তা'র হাওয়া নিয়ে মুসলিম সাহিত্য-সমাজের আবির্ভাব ঘটেছে।

*শিখা*র পঞ্চম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩৩৮ সালে। এ সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন আবুল ফজল। এই সংখ্যায় ''মুসলিম সাহিত্য সমাজের নিয়মাবলী'' শিরোনামে ১৪ টি নিয়ম সম্বলিত একটি পৃষ্ঠা যুক্ত করা হয়। লেখা ছিল :

মুসলিম সাহিত্য-সমাজের নিয়মাবলী

১. নাম : এই প্রতিষ্ঠানের নাম 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'।
২. উদ্দেশ্য : সত্যপ্রীতি ও সাহিত্য চর্চা।
৩. সভ্য :
ক. কর্ম-সংসদের অনুমোদনক্রমে যেকোন ব্যক্তি ইহার সভ্য হইতে পারিবেন।
খ. প্রতি সভ্যের বার্ষিক চাঁদা কমপক্ষে এক টাকা হইবে। বৈশাখ হইতে সমাজের বর্ষ আরম্ভ হইবে।
৪. বিশিষ্ট সভ্য : কর্ম-সংসদের প্রস্তাবে ও সাধারণ সভার অনুমোদনে বিশিষ্ট সভ্য মনোনীত হইতে পারিবেন।
৫. সাধারণ সভা নয়জন সভ্যের কর্ম সংসদ গঠন করিবেন– সম্পাদক ও দুইজন সহকারী সম্পাদক ও ছয়জন নির্বাচিত সভ্য।
৬. প্রতি বছর নতুন কর্ম-সংসদ গঠিত হইবে।
৭. বৎসরে অন্ততঃ ছয়বার সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে।
৮. বার্ষিক সভা ইস্টার-এর ছুটিতে হইবে।
৯. কর্ম-সংসদ হইতে সাধারণ সভা একজন কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করিবেন।
১০. সম্পাদক নিজে, অথবা সাতজন সাধারণ সভ্যের চাহিদায়, সাধারণ সভা আহ্বান করিবেন।
১১. বৎসরের দুইবার হিসাব পরীক্ষার জন্য সাধারণ সভা দুইজন হিসাব-পরীক্ষক নিযুক্ত করিবেন।
১২. সম্পাদক নিজে, অথবা কর্ম-সংসদের দুইজন সভ্যের চাহিদা কর্ম-সংসদ আহ্বান করিবেন।
১৩. কর্ম-সংসদের 'কোরাম' চারিজন সভ্য লইয়া গঠিত হইবে।
১৪. বার্ষিক চাঁদা পূজার বন্ধের পূর্বে দিতে হইবে।

পঞ্চম সংখ্যার সূচিপত্র ছিল এরকম :

ক. অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ : অধ্যাপক আবদুর রব চৌধুরী
খ. সাধারণ সভাপতির অভিভাষণ : হাকিম হাবিবুর রহমান
গ. পঞ্চম বার্ষিক বিবরণী : আবুল ফজল
ঘ. নাস্তিকের ধর্ম : অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন
ঙ. সভ্যতার উত্তরাধিকার : কামাল উদ্দীন
চ. ভারতের আদর্শ : আলী নূর
ছ. আল বেরুনী : মোহাম্মদ আবদুল ওদুদ

জ. ইউরোপে এখানে ওখানে কিছুদিন : অধ্যাপক আবদুল হাকিম

ঝ. আমাদের রাজনীতি : আবুল হুসেন

ঞ. মোহাদ্দেস প্রসঙ্গ : আবুজ-জোহা নূর আহমদ

ট. মুসলিম নারীর কথা : ডাক্তার শামস্ উদ্দীন আহমদ

ঠ. হিন্দু মুসলমানের কথা : মোহাম্মদ আবদুর রশীদ

ড. রবীন্দ্রনাথ ও বৈরাগ্যবিলাস : মোতাহের হোসেন চৌধুরী

ঢ. স্বাধীন ভারতের দাস : অধ্যাপক নাজির উদ্দীন আহমদ

ণ. মিলন সৌধ : মোসলেম উদ্দীন খাঁ

ত. পাটের কথা : আবদুল ওহাব

*শিখা*গোষ্ঠী চেয়েছিলেন সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়ে তাদের চিন্তা-ভাবনা সমাজের কাছে তুলে ধরতে। তারা সমাজ বলতে সমগ্র বাঙালি সমাজকেই মনে করতেন। বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা, শিক্ষা-ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা, রাজনৈতিক সমস্যা, ললিতকলা চর্চা ও ধর্মীয় রীতিনীতির ব্যাখ্যা প্রভৃতি নিয়ে এঁরা আলোচনা করেছেন, লিখেছেন। আধুনিক জগতের চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে এবং যুক্তিবাদের আলোকে বাঙালি মুসলমানের তৎকালীন সমাজ-চিন্তা, ধর্মচিন্তা ও মূল্যবোধের বিচার করাই ছিল '*শিখা* গোষ্ঠী'র লেখনীর অন্যতম উদ্দেশ্য। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং মুসলমানের সাহিত্য- সমস্যা সম্বন্ধেও এঁদের বক্তব্য ছিল স্পষ্ট। এঁদের দৃষ্টি ছিল যুক্তিবাদীর দৃষ্টি, চিন্তা-সংস্কারের দৃষ্টি এবং সমাজ-সংস্কারের দৃষ্টি। তাঁদের ছিল রেনেসাঁর দৃষ্টি। চিন্তার গতানুগতিকতা থেকে এবং ঐতিহ্যের অন্ধঅনুবর্তিতা থেকে তাঁরা বাঙালি মুসলিম সমাজকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন; অতীতের এবং বর্তমানের যা-কিছু ভালো তা আত্মসাৎ করে তাকে দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন সঙ্কীর্ণতামুক্ত উদার বিশ্বমানবতার আকাশতলে। তাঁরা চেয়েছিলেন বাঙালি মুসলমান বিশ্বজনীন চিন্তার অংশীদার হোক; আধুনিক জগতের প্রাগ্রসর সমাজ ও জাতিসমূহের সমপর্যায়ে সৃষ্টিচঞ্চল হোক বাঙালি মুসলমান।

সহায়কপঞ্জি

কাজী আবদুল ওদুদ (২০১১), *বাংলার জাগরণ* (আবুল কাসেম ফজলুল হক সম্পাদিত), কথাপ্রকাশ, ঢাকা

খোন্দকার সিরাজুল হক (২০১৫), *মুসলিম সাহিত্য-সমাজ : সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা

নুরুল আমিন (২০০৮), *ওদুদ-রচনা ও বাঙালি সমাজ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পাদনা) (২০০৩), *শিখা সমগ্র (১৯২৭-১৯৩১)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

[**Abstract:** On January 19, 1926, an association named 'Muslim Sahitya Samaj' was born in the joint effort of several professors and students of Dhaka University and College. Although the word 'literature' was associated with the organization, it was not a traditional and not a literary organization. They adopted the literary word in a big sense. One of the main objectives of this organization was to practice open mindedness. They called their activities - 'Budhir Mukti Movement'. *Shikha* was published in the year 1927 as the yearly issue of 'Muslim Sahitya Samaj'. We have named them '*Shikha* Group' by the 'Muslim Sahitya Samaj' and the writers group that was formed on the basis of Sikhism. The *Shikha* was published for five years (1927-1931). The authors of this society have enlightened discussion about various problems (Education, Literature, Health etc.) of Bengali Muslims. *Shikha* Prakashan was about a hundred years old. Even today the need for intellectual redemption is felt.

In the current article, there is an attempt to identify the 'Shikha group' thinking, action plans and their role in the history of Bengalis and their culture.]